গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫

[২০০৪ সাল পর্যন্ত সংশোধিত]

গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসাবে ঘোষনা সংক্রান্ত অত্র মন্ত্রনালয়ের ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৯ / ১৮ই আশ্বিন, ১৩৯৬ তারিখের এস, আর, ও, ৩৩৯-আইন/ ৮৯ নং প্রজ্ঞাপন এর সহিত পঠিতব্য Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এর section 5,7,9(4) এবং 9A(6) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রনয়ন করিল যাহার প্রাক প্রকাশনা উক্ত Act এর section 18 এর বিধান মোতাবেক ইতিপূর্বে করা হইয়াছে ঃ

বিধিমালা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।-এই বিধিমালা গ্যাসাধার (Pressure Vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আধার" বা "গ্যাসাধার" অর্থ এক হাজার লিটারের বেশী জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন নিম্নবর্নিত আধারগুলি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবে না, যথা ঃ–

(অ) যে আধারে জলীয় বাষ্প বা অন্যবিধ বাষ্প উৎপাদন করা হয়;

(আ) যে আধারে পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থ আগুনের প্রভাবে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অথবা বৈদুতিক তাপে উত্তপ্ত করা হয়;

(ই) হিট এক্সচেঞ্জার, এভাপোরেটর, এয়ার রিসিভার, অটোক্লেভ, রিএ্যাক্টর এবং ক্যালরিফারার;

(ঈ) এমন ডাইজেষ্টার বা ষ্টেরিলাইজার যাহাতে বাষ্প ব্যবহৃত হয়;

(উ) প্রেসার পাইপিংয়ের অংশবিশেষ (যেমন- সেপারেটার, ষ্ট্রেইনার,ইত্যাদি);

(ঊ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ব্যবহৃত কোন গ্যাসাধার;

(খ) "অ্যাক্ট" অর্থ Explosives Act, 1884 (IV of 1884);

(গ) "উদস্থিতি পরীক্ষণ" অর্থ কোন গ্যাসধারের পরীক্ষন চাপের সমপরিমাণ জলচাপ প্রয়োগ দ্বারা উক্ত গ্যাসাধারের পরীক্ষা;

(ঘ) "উপযুক্ত" অর্থ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত;

(ঙ) "গ্যাসপূর্ন আধার" অর্থ এমন গ্যাসাধার যাহাতে স্থায়ী গ্যাস তরলযোগ্য গ্যাস বা দ্রবীভূত গ্যাস এইরুপ ভর্তি করা হইয়াছে যে, ভর্তির ফলে উক্ত গ্যাসাধারের অভ্যন্তরভাগে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে উক্ত গ্যাস ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গেজের মাপে অন্যূন ২ কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে;

(চ) "গ্যাস ভর্তি" অর্থ কোন গ্যাসাধারে এমনভাবে স্থায়ী গ্যাস, তরলযোগ্য গ্যাস বা দ্রবীভূত গ্যাস ভর্তি করা যাহাতে উক্ত গ্যাস ভর্তির ফলে উহা গ্যাসাধারের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে, ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গেজের মাপে অন্যূন ২ কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে;

(ছ) "গ্যাস মজুদ" অর্থ গ্যাসপূর্ণ আধার কোন স্থানে কাহারও অধিকারে রাখা, তবে অনুরুপ আধার পরিবহন এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবে না;

(জ) "জল ধারনক্ষমতা" অর্থ ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লিটারের হিসাবে জলধারনক্ষমতা;

(ঝ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ঞ) "তরলযোগ্য গ্যাস" অর্থ এমন গ্যাস যাহা (-) ১০° সেন্টিগ্রেড বা তদুর্ধ তাপমাত্রার চাপ প্রয়োগের ফলে তরলে পরিনত হয় এবং অনধিক ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে (৭৬০ মিঃ মিঃ মার্কারী) সম্পূর্নরুপে বাষ্পে পরিনত হয়;

(ট) "ধারা" অর্থ অ্যাক্টের কোন section;

(ঠ) "নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পুরনকল্পে, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী বলিয়া স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, তবে সংশ্লিষ্ট গ্যাসাধার নির্মাতা অথবা তাহার অধীনস্থ বা উক্ত নির্মানকার্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবেন না;

(ড) "পরিবহন যান" অর্থ গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যান;

(ঢ) "পরীক্ষন চাপ" অর্থ উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনে প্রযুক্ত চাপ;

(ণ) "পূরন অনুপাত" অর্থ ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোন গ্যাসাধারে যে পরিমান তরলযোগ্য গ্যাস পূরন করা যায় সেই পরিমান গ্যাসের ওজন ও উক্ত তাপমাত্রায় উক্ত গ্যাসাধারে যে পরিমান পানি রাখা যায় সেই পরিমান পানির ওজনের অনুপাত;

(ত) "প্রজ্বলনীয় গ্যাস" অর্থ এমন গ্যাস যাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে এবং উক্ত মিশ্রনে উক্ত গ্যাসের পরিমান, আয়তনের হিসাবে, অনধিক ১৩% হইলে মিশ্রনটি একটি প্রজ্বলনীয় (flammable) পদার্থে পরিনত হয়;

(থ) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ Chief Inspector of Explosives in Bangladesh;

(দ) "ফরম" অর্থ তফসিল ১ বা ২ তে বিধৃত কোন ফরম;

(ধ) "বিষাক্ত গ্যাস" অর্থ এমন গ্যাস যাহা মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে বা ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ন) "বৈদুতিকভাবে সংযুক্ত" অর্থ এমন ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত যে ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ভূমিতে প্রবাহিত হইতে পারে;

(প) " ব্যক্তি" বলিতে কোন ব্যক্তিসংঘ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ফ) "মানসূচক বিনির্দেশ" (standard specification) অর্থ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫৫০০ বা আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার্স (ASME) প্রনীত প্রেসার ভেসেল কোড এর সেকশন-৮, ডিভিশন-১ অথবা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন মানসূচক বিনির্দেশ বা কোড;

(ব) "লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৩৫(৭) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ভ) "স্বীকৃত" অর্থ প্রধান পরিদর্শক, কর্তৃক স্বীকৃত;

(ম) "স্থায়ী গ্যাস" অর্থ এইরুপ গ্যাস যাহাকে (-) ১০° সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রায় যে কোন পরিমান চাপ প্রয়োগের দ্বারা তরলে পরিনত করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাধারন নিয়মাবলী

৩। **গ্যাসাধার নির্মানের অনুমতি**।- (১) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত পারমিট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি গ্যাসাধার বা ভাল্ব বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন যন্ত্রাংশ নির্মান করিতে পারিবেন না।

(২) গ্যাসাধার বা ভাল্ব বা তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ নির্মান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তফসিল-১ এ বিধৃত ফরমে একটি দরখাস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং নিম্নরুপ ফিসসহ প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন, যথা ঃ-

(ক) প্রতিটি গ্যাসাধার ৫,০০০ টাকা;

(খ) ভাল্ব বা অন্য কোন যন্ত্রাংশ ১,০০০ টাকা।

(৩) উপবিধি(২) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনার সুবিধার্থে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীর নিকট যে কোন তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে এবং দরখাস্তটি বিবেচনান্তে তিনি উহা অনুমোদন করিতে পারিবেন এবং অনুমোদন করিলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে দরখাস্তকারীকে একটি লিখিত অনুমতিপত্র প্রদান করিবেন।

(৪) প্রধান পরিদর্শক এই বিধির অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত , উহা প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুমোদন করিবেন এবং তাহা না করিলে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত এবং উহার কারন দরখাস্তকারীকে উক্ত সময়ের মধ্যে জানাইয়া দিবেন।

৫। গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি, ইত্যাদি।- কোন ব্যক্তি গ্যাস দ্বারা কোন আধার ভর্তি করিবেন না বা গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহন করিবেন না বা তাহার অধিকারে রাখিবেন না, যদি না–

(ক) এইরূপ আধার ও উহার ভাল্ব মানসূচক বিনির্দেশ অনুযায়ী ডিজাইনকৃত, নির্মিত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে; এবং

(খ) উক্ত আধার মানসূচক বিনির্দেশ এর শর্তাবলী পুরন করে মর্মে নির্মাতা কর্তৃক প্রদত্ত এবং নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত একটি প্রত্যায়ন পত্র, অথবা সেই মর্মে প্রস্তুতকারী ও নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করে।

৬। যন্ত্রাংশ ।– গ্যাসাধারে নিম্নবর্নিত যন্ত্রাংশ থাকিবে, এবং এইরুপ যন্ত্রাংশ সংশ্লিষ্ট আধারের ডিজাইনচাপে, ডিজাইন-তাপে ও সংশ্লিষ্ট গ্যাসের জন্য ব্যবহার উপযোগী হইবে, যথা ঃ-

(ক) গ্যাসাধারের বাষ্পীয় অংশে (Vapour space) সংযুক্ত চাপ প্রশমন ভাল্ব (Pressure relief Valve);

(খ) নির্গমন নল (drains);

(গ) ধারক গেজ (content gauge) বা গ্যাসাধারে রক্ষিত গ্যাস বা তরলীকৃত গ্যাসের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশক ব্যবস্থা (Maximum level indicator);

(ঘ) গ্যাসাধারের বাষ্পীয় অংশে সংযুক্ত প্রেসার গেজ (pressure gauge);

(ঙ) গ্যাসের তাপ নির্নয়ের ব্যবস্থা;

(চ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের আধারে অতিরিক্ত গ্যাস ভর্তির কারনে বা অন্য কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উক্ত আধারের বাষ্পীয় চাপ বৃদ্ধি নির্দেশের জন্য সংকেত প্রেরনের ব্যবস্থাসহ চাপমাত্রা নির্দেশক ব্যবস্থা।

৬। গ্যাসাধারে বিভিন্ন তথ্য লিখন।- স্থায়ী বা তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তির জন্য ব্যবহার্য গ্যাসাধারের সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত একটি ধাতব পাতে নিম্নবর্নিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) গ্যাসাধারের নির্মাতার নাম ও পরিচিতি চিহ্ন;

(খ) যে মানসূচক বিনির্দেশ অনুযায়ী গ্যাসাধারটি নির্মান করা হইয়াছে উহার নাম ও নম্বর;

(গ) ডিজাইন-চাপ;

(ঘ) প্রথম ও পরবর্তী প্রতিটি উদস্থিতি পরীক্ষনের (Hydrostatic test) তারিখ;
(ঙ) পরীক্ষন চাপ;
(চ) জল ধারনক্ষমতা (লিটার);
(ছ) তরলযোগ্য গ্যাসের ক্ষেত্রে তরলীকৃত গ্যাস ধারনক্ষমতা (লিটারে); এবং
(জ) যে গ্যাসের জন্য আধারটি ব্যবহৃত হইবে উহার নাম অথবা রাসায়নিক প্রতীক।

৭। **গ্যাসাধার রক্ষনাবেক্ষন।**– (১) প্রতিটি গ্যাসাধারের বহির্ভাগ এমনভাবে রঞ্জিত থাকিবে যাহাতে গ্যাসাধারটির বহির্দেশের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং আলো প্রতিফলন ক্ষমতা বজায় থাকে।

(২) গ্যাসাধার বা উহার ভাল্বসহ অন্য যে কোন যন্ত্রাংশ এইরুপে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যেন অন্য কোন বস্তুর সহিত সংঘর্ষ, উল্টে যাওয়া বা অন্যবিধ দুর্ঘটনার কারণে উহার ক্ষয়ক্ষতি নূন্যতম পর্যায়ে থাকে।

৮। **গ্যাসাধার মেরামত ইত্যাদির অনুমতি।**- (১) বিধি ৭ এবং ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের লিখিত পূর্বনুমোদন ব্যতীত কোন গ্যাসাধার মেরামত বা উহাতে কোন যন্ত্রাংশ সংযোজন বা পরিবর্তন করিবেন না এবং উক্তরুপ মেরামত, সংযোজন বা পরিবর্তনের পর তাহার পূর্বানুমতি ব্যতীত উহা পুনরায় ব্যবহারও করিবেন না।

(২) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন মেরামত, সংযোজন বা পরিবর্তন মানসূচক বিনির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) এই বিধির অধীনকৃত মেরামত, সংযোজন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষন করিতে হইবে এবং প্রধান পরিদর্শকের চাহিদা মোতাবেক তাহার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

৯। **কতিপয় ব্যক্তি নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ।**- আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিকে গ্যাসাধার নির্মান বা গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি বা কোন যানে গ্যাসপূর্ন আধার বোঝাই বা যান হইতে খালাস বা পরিবহনের কাজে অথবা এই বিধিমালার আওতায় লাইসেন্সকৃত কোন অংগনে নিয়োগ করা যাইবে না।

১০। **যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গ্যাস ভর্তি ইত্যাদি সম্পাদন।**- এমন একজন ব্যক্তির তত্ত্বধানে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসাধার হইতে গ্যাস স্থানান্তর বা খালাস, গ্যাস মজুদ বা গ্যাসাধার পরিবহনের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে যিনি উক্ত কাজের ব্যাপারে অনুকরনীয় সতর্কতামুলক বিধানাবলী সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল।

১১। দূর্ঘটনা সংক্রান্ত বিশেষ সতর্কতা।- (১) যেখানে গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি বা গ্যাসপূর্ন আধার মজুদ নাড়াচাড়া বা পরিবহন করা হয় সেখানে কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে অগ্নিশিখা সৃষ্টি বা অননুমোদিতভাবে গ্যাস নির্গত বা বিস্ফোরন ঘটিতে পারে।

(২) গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি বা উহা হইতে গ্যাস নির্গমন বা গ্যাসাধার পরিস্কারের সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময় প্রজ্বলনীয় বা বিষাক্ত আধারের ঢাকনি ও ভাল্ব এইরুপে বন্ধ রাখিতে হইবে যেন কোন গ্যাস নির্গত হইতে না পারে।

(৩) গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ন আধার মজুদ বা নাড়াচাড়া বা পরিবহনের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্নিত বিধানসমুহ পালন করিবেন, যথা ঃ-

(ক) এই বিধিমালার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বর্নিত প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বর্নিত শর্তাবলী;
(খ) অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরনজনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন;
(গ) উপবিধি(১) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করা হইতে যে কোন ব্যক্তিকে বাধাদান।

১২। গ্যাসাধারের পর্যবেক্ষন, পরীক্ষন ইত্যাদি।- (১) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক সরকারী গেজেটে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত সময় অন্তর সকল গ্যাসাধার উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পর্যবেক্ষন এবং গ্যাসাধারের গায়ে চিহ্নিত চাপে উদস্থিতি পরীক্ষন করাইতে হইবে এবং এইরুপ পরীক্ষন ও পর্যবেক্ষন এর ক্ষেত্রে এই বিধির পরবর্তী বিধানাবলী অনুসরন করিতে হইবে।

(২) উপযুক্ত ব্যক্তি উপবিধি(১) এ উল্লেখিত পরীক্ষন ও পর্যবেক্ষন করিয়া উহার তারিখ ও ফলাফল সম্পর্কে গ্যাসাধারের মালিক বা তাহার প্রতিনিধির নিকট একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) উপবিধি(১) এ উল্লিখিত পরীক্ষার পূর্বে গ্যাসাধারের গ্যাস সম্পূর্নভাবে বাহির করিয়া দিতে হইবে; এবং নির্গত গ্যাস হইতে কোন উৎপাত , দূর্গন্ধ, বিষক্রিয়া বা দূর্ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে উহা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

(৪) উপবিধি(৩) অনুসারে গ্যাসাধার হইতে গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়ার পর গ্যাসাধারের অভ্যন্তরভাগে কোন মরিচা, তলানী, বা অন্য কোন অবাঞ্চিত পদার্থ থাকিলে উহা যথাযথ সাবধানতা অবলম্বনে পরিস্কার করিতে হইবে যাহাতে তলানী বা অবাঞ্চিত পদার্থ হইতে কোন বিস্ফোরন বা অন্য কোন দূর্ঘটনা না ঘটে।

(৫) উদস্থিতি পরীক্ষন শেষ হওয়ার সাথে সাথে গ্যাসাধারটির অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্নরুপে শুষ্ক করিতে হইবে এবং গ্যাসাধারের গায়ে পরীক্ষনের তারিখ এবং পরীক্ষাকারীর প্রতীক সম্বলিত ছাপ দিতে হইবে।

(৬) উদস্থিতি পরীক্ষনে যদি কোন গ্যাসাধার ব্যবহার অনুপযোগী বলিয়া দেখা যায় তাহা হইলে গ্যাসাধারটি এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে উহা পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব না হয়।

১৩। গ্যাসাধার ও গ্যাস হস্তান্তরে বিধি নিষেধ।- (১) লাইসেন্স প্রয়োজন হয় এমন গ্যাসপূর্ন আধার এমন কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না যাহার লাইসেন্স নাই বা যিনি লাইসেন্সধারীর নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত নহেন।

(২) কোন লাইসেন্সধারীকে তাহার লাইসেন্সে উল্লেখিত ধরনের গ্যাস ব্যতীত কোন গ্যাস ও উহাতে উল্লিখিত পরিমানের অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
গ্যাসাধার আমদানী

১৪। পারমিট ব্যতীত গ্যাসাধার আমদানী নিষিদ্ধ।- (১) কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত গ্যাসপূর্ন আধার বা খালি গ্যাসাধার আমদানী করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি(১) এর অধীন পারমিট পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি দরখাস্ত এবং উহার সহিত প্রতিটি গ্যাসাধারের জন্য ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা হারে ফিস বিধি ৪৫ অনুসারে জমা দিবেন, উক্ত দরখাস্ত এবং অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহা পাওয়ার পর প্রধান পরিদর্শক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও শর্তাধীনে দরখাস্তকারীকে একটি পারমিট প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীন দরখাস্ত প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রধান পরিদর্শক পারমিট প্রদান করিবেন এবং তাহা না করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে কারন উল্লেখপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
গ্যাস পরিবহণ

১৫। লাইসেন্স ব্যতীত গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহন নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন পরিবহন যানে গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহন করিতে পারিবেন না।

১৬। পরিবহন যানের নকশা ইত্যাদি।- (১) প্রতিটি পরিবহন যান প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) উপবিধি(১) এ উল্লেখিত অনুমোদনের জন্য তফসিল-২ এর ক-ফরমে দাখিলকৃত দরখাস্তের সহিত উক্ত যানের বিস্তারিত বর্ননাহন উহার নকশার ৪টি কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি(২) এ উল্লিখিত নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সম্পন্ন করিবার পর প্রধান পরিদর্শক যদি সন্তুষ্ট হন যে, পরিবহন যানটি এই অধ্যায়ের বিধান পূরন করে, তাহা হইলে তিনি উক্ত নকশা অনুমোদন করিবেন।

(৪) উপবিধি(৩) এর অধীনে অনুমোদিত নকশা তফসিল-২ এর গ-ফরমে প্রদত্ত লাইসেন্সের সহিত যুক্ত থাকিবে।

১৭। পরিবহন যানে সতর্কতা।- পরিবহন যানে গ্যাসাধার এইরুপে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত যানে এইরুপ সতর্ককামূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে-

(ক) গ্যাসাধারে পরিবহনজনিত নূন্যতম কম্পন অনুভূত হয়;

(খ) সংঘর্ষ, উল্টে যাওয়া বা সম্ভাব্য অন্যবিধ কারনে সৃষ্ট দূর্ঘটনা বা বিচ্যূতির ফলে কোন গ্যাসাধার বা উহার কোন যন্ত্রাংশ বিনষ্ট না হয়।

১৮। পরিবহন যানের কতিপয় সরঞ্জাম।- পরিবহন যানের সহিত কোন পাইপ, পাম্প বা মিটার সংযুক্ত থাকিলে ঐ সকল সরঞ্জাম এমনভাবে ডিজাইনকৃত হইবে যাহাতে উহারা নিম্নবর্নিত চাপ সহ্য করিতে পারে ঃ-

(ক) গ্যাসাধারের সর্বোচ্চ ডিজাইন চাপ; এবং

(খ) পরিবহনের সময় কম্পনজনিত কারনে সৃষ্ট চাপ।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি, গ্যান মজুদ ইত্যাদি

১৯। লাইসেন্স ব্যতীত গ্যাস ভর্তি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে এবং লাইসেন্সে বর্নিত শর্ত পালন না করিয়া-

(ক) কোন আধারে গ্যাস ভর্তি করিবেন না ; অথবা

(খ) গ্যাস মজুদ করিবেন না।

২০। মজুদের জন্য গ্যাসাধার স্থাপন।- (১) গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত গ্যাসাধার সম্পুর্নভাবে ভূ-পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে (above ground level) এবং খোলা জায়গায় স্থাপন করিতে হইবে।

(২) একটির উপরে আর একটি গ্যাসপূর্ন আধার স্থাপন করা যাইবে না।

(৩) একাধিক গ্যাসপূর্ন আধার এক জায়গায় স্থাপন করা হইলে একটি আর একটির সমান্তরালে স্থাপিত হইবে।

(৪) পেট্রোলিয়াম বা অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় কোন গ্যাসাধার স্থাপন করা যাইবে না।

২১। গ্যাসাধারের ভিত্তি স্থান।- (১) গ্যাসাধারের ভিত্তি স্থান ও উহার অবলম্বনের ডিজাইন, নির্মান এবং স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরন, অনুসরনীয় পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি মানসূচক বিনির্দেশ অনুযায়ী হইতে হইবে।

(২) গ্যাসাধার এমন জমিতে স্থাপন করিতে হইবে যেন উহা স্থাপনের সময় জমির বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নূন্যতম পর্যায়ে থাকে।

(৩) গ্যাসাধারের অবলম্বনের-

(ক) নির্মাণ উপকরণ এমন হইবে যেন উহা গ্যাসাধারের ওজন বহন করিতে সক্ষম হয়;

(খ) ডিজাইন সেই একই মানসূচক বিনির্দেশ অনুসারে হইবে যে বিনির্দেশ অনুসারে উক্ত গ্যাসাধার নির্মিত হইয়াছে।

২২। গ্যাসাধারের অবস্থান ইত্যাদি।- (১) প্রতিটি গ্যাসপূর্ন আধার হইতে কোন প্রজ্বলন উৎস বা ভবন বা অনুরুপ স্থাপনা বা জনসমাগমস্থল বা অন্য কোন গ্যাসাধারের পারস্পারিক নুন্যতম নিরাপদ দুরত্ব নিম্নবর্নিত সারনী অনুসারে বজায় রাখিতে হইবে।

সারণী-১

প্রজ্বলনীয়, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত গ্যাস মজুদের আধারের জন্য নুন্যতম নিরাপদ দূরত্ব ঃ-

ক্রমিক নং	গ্যাসাধারের জল ধারনক্ষমতা (লিটারে)	জনসমাগমস্থল,ভবন,অন্যান্য স্থাপনা বা স্থায়ী প্রজ্বলনে উৎস হইতে সর্বনিম্ন দূরত্ব (মিটারে)	দুইটি গ্যাসাধারের সর্বনিম্ন দূরত্ব (মিটারে)
(১)	অনুর্দ্ধ ২,০০০	৪	১
(২)	২,০০১-২০,০০০	১০	১
(৩)	২০,০০০-৭৫,০০০	১৫	১.৫
(৪)	৭৫,০০১-১,৫০,০০০	২০	(গ্যাসাধারের দুইটি ব্যাসের সমষ্টি) $\times \frac{১}{৪}$
(৫)	১,৫০,০০০ এর উর্দ্ধে	৩০	ঐ

সারণী-২

প্রজ্বলনীয়, ক্ষয়কারী অবিষাক্ত বা ক্ষয়কারী নহে এমন গ্যাস মজুদের আধারের জন্য ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব ঃ–

ক্রমিক নং	গ্যাসাধারের জল ধারনক্ষমতা (লিটারে)	জনসমাগমস্থল,ভবন,অন্যান্য স্থাপনা বা স্থায়ী প্রজ্বলনে উৎস হইতে সর্বনিম্ন দূরত্ব (মিটারে)	দুইটি গ্যাসাধারের সর্বনিম্ন দূরত্ব (মিটারে)
(১)	অনুর্দ্ধ ৫,০০০	৩	১
(২)	৫,০০১-২০,০০০	৫	১.৫
(৩)	২০,০০১-৭৫,০০০	১০	২
(৪)	৭৫,০০০ এর উর্দ্ধে	১৫	সর্বনিম্ন ২ মিটার দুরত্ব সাপেক্ষে বৃহত্তর গ্যাসাধারের ব্যাসের সমান।

(২) প্রধান পরিদর্শক, তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, উপবিধি(১) এ বিধৃত নিরাপদ দুরত্ব হ্রাসের অনুমোদন প্রদান করিতে পারেন।

২৩। বেষ্টনী।– (১) কোন স্থানে গ্যাসাধারের পাম্পিং সরঞ্জাম বা গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি বা খালাস বা গ্যাসাধারের সহিত সংযুক্ত সরাসরি বাষ্পীকরন (vaporisation) ব্যবস্থা থাকিলে উক্ত স্থানের অনুমোদিত নকশায় বিনির্দিষ্ট নিরাপত্তামুলক পরিসীমা বরাবর কমপক্ষে ২ (দুই) মিটার উঁচু করিয়া বেষ্টনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) উক্ত বেষ্টনীতে দরজা অন্ততঃ দুইটি নির্গমন পথ থাকিবে, এইরুপ দরজা বেষ্টনীর বাহিরের দিকে খুলিবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হইবে না।

২৪। পরিচ্ছন্নতা।- বিধি ২২ এ উল্লিখিত নিরাপদ দুরত্ব বা বিধি ২৩ এ উল্লিখিত বেষ্টনীর মধ্যে কোন সহজ দাহ্য পদার্থ বা গাছ পালা বা তৃণলতা রাখা যাইবে না।

২৫। ভূ-সংযোগকরন।- প্রজ্বলনীয় গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি গ্যাসাধারকে ভূমির সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৬। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা।- (১) প্রজ্বলনীয় গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত গ্যাসাধারকে অগ্নিকান্ড হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবেঃ-

(ক) পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা এবং অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, এতদুদ্দেশ্যে হস্তচালিত বা স্বয়ংক্রিয় জলক্ষেপন যন্ত্র, হোজপাইপ বা সহজে স্থানান্তর কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা বিধি ২২ এ উল্লিখিত দুরত্বের বাহিরে থাকিতে হইবে;

(গ) জলক্ষেপনযন্ত্র ব্যবহারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে এবং এমনভাবে অবস্থিত হইবে যাহাতে প্রতিটি গ্যাসাধারের নিরাপত্তা বিধান করা যায়;

(ঘ) পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের হোজ পাইপ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে;

(ঙ) জলক্ষেপনযন্ত্র এমনভাবে ডিজাইনকৃত হইবে যাহাতে অগ্নি নির্বাপনের উদ্দেশ্যে উহা গ্যাসধারের উপর পর্যাপ্ত পরিমানে পানি প্রবাহিত করিতে পারে;

(চ) প্রয়োজনীয় পরিমান বিশিষ্ট শুষ্ক রাসায়নিক পাউডারপূর্ন দুইটি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র বা উপযুক্ত ধরনের দুইটি অন্যবিধ অগ্নি নির্বাপনযন্ত্র সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;

(ছ) গ্যাসপূর্ন আধার মজুদ প্রাঙ্গনে কোন সহজে দৃশ্যমান স্থানে "ধুমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" সতর্কবানী সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগাইতে হইবে, যাহার প্রতিটি অক্ষরের আয়তন হইবে অন্যূন ২৫ বর্গসেন্টিমিটার;

(জ) গ্যাসপূর্ন আধার মজুদের প্রাঙ্গনে কোন ব্যক্তি দিয়াশালাই, ফিউজ অথবা অগ্নি বা বিস্ফোরন ঘটাইতে সক্ষম এমন কোন বস্তু বা সরঞ্জাম বহন করিতে বা রাখিতে পারিবেন না;

(ঝ) উপরোক্ত অগ্নিনির্বাপন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য দক্ষ জনবল সর্বদা নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

(২) উপবিধি(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান পরিদর্শক গ্যাসপূর্ন আধার মজুদের কোন প্রাঙ্গনে অগ্নিকান্ড মোকাবিলা বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা অপ্রতুল মনে করিলে তিনি লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং ব্যক্তি তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। পুরন অনুপাত ও পুরন চাপ।- (১) কোন গ্যাসধারে তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫৩৫৫ এ বর্নিত পুরন অনুপাত প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন গ্যাসাধারের ডিজাইন চাপের অতিরিক্ত চাপে উহাতে স্থায়ী গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

২৮। গ্যাসভর্তি এবং খালাসের সরঞ্জাম।- (১) গ্যাসভর্তি বা খালাসের জন্য ব্যবহার্য পাম্পের ক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে; যথা ঃ-

(ক) পাম্পটি পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বা সেন্ট্রিফিউগাল ধরনের হইবে;

(খ) পাম্পের ডিজাইন, উপকরন এবং নির্মান এমন হইবে যেন উহা যে গ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয় সে গ্যাসের প্রকৃতি এবং গ্যাসাধারের জন্য স্বীকৃত সর্বোচ্চ চাপে ব্যবহার উপযোগী হয় এবং পাম্প পরিচালনার ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়;

(গ) পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পে একটি বাইপাস ভাল্ব অথবা সম্ভাব্য অতিরিক্ত চাপ প্রতিরোধের উপযুক্ত অন্য কোন ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) কমপ্রেসারের ডিজাইন, উপকরন এবং নির্মান এমন হইবে যেন উহা যে গ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই গ্যাসের প্রকৃতি এবং গ্যাসাধারের জন্য স্বীকৃত সর্বোচ্চ চাপে ব্যবহারের উপযোগী হয় এবং কমপ্রেসার পরিচালনার ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

(৩) গ্যাস ভর্তি বা খালাসের সময় সম্ভাব্য জরুরী ক্ষেত্রে গ্যাসের প্রবাহ দ্রুত বন্ধ করার জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে, যাহা বিধি ২২ এ উল্লিখিত নিরাপদ দুরত্বের বাহিরে স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) যে গ্যাসাধারে তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তি করা হইবে উহার ক্ষেত্রে স্বীকৃত সীমার অতিরিক্ত গ্যস ভর্তি প্রতিরোধ করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় সংকেতদান ব্যবস্থা অথবা স্বয়ংক্রিয় বন্ধকরন ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তি বা খালাসের জন্য ব্যবহার্য হোজ পাইপের ডিজাইন এমন হইবে যেন উক্ত হোজ পাইপ উহাতে প্রবাহিত গ্যাসের চাপের চারগুন চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

(৬) সকল হোজ পাইপ নিচ্ছিদ্র হইবে এবং প্রজ্বলনীয় গ্যাসের জন্য ব্যবহার্য হোজ পাইপে কোন কারনে স্থির বিদ্যুৎ সৃষ্টি হইলে এইরুপ বিদ্যুৎ উক্ত পাইপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যেন প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২৯। গ্যাস ভর্তি ও খালাসের ক্ষেত্রে সতর্কতা ইত্যাদি।- (১) গ্যাস ভর্তি বা খালাসের পূর্বে–

(ক) পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট গ্যাসাধার বা পরিবহন যান এই বিধিমালার প্রযোজ্য শর্তাবলী পুরন করে কি না;

(খ) চাক্ষুষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আশে পাশে গ্যাস ভর্তি বা খালাসের জন্য বিপদজনক অবস্থা বিরাজমান কি না;

(গ) প্রয়োজনবোধে সতর্কতামুলক নোটিশ প্রদর্শন করিতে হইবে;

(ঘ) গ্যাস ভর্তি বা খালাসের জন্য ব্যবহার্য পাইপের সংযোগ ও ভাল্বসমুহ পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উহারা নিরাপদে ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় আছে কি না।

(২) গ্যাস ভর্তি বা খালাসের সময়–

(ক) লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বিধি ২৭ এ নির্ধারিত সীমা বা চাপ অতিক্রম না করা হয়;

(খ) এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন ব্যক্তি সম্পূর্ন সময়ব্যাপী উপস্থিত থাকিয়া এই অধ্যায়ের বিধানাবলী যথাযথ অনুসরন নিশ্চিত করিবেন এবং নিম্নবর্নিত ক্ষেত্রে গ্যাস ভর্তি বন্ধ করিবেন, যথা ঃ-

(অ) গ্যাসাধারে বা গ্যাস ভর্তির কাজে ব্যবহৃত পাইপে কোন প্রকার ছিদ্র দেখা দিলে; বা

(আ) নিকটবর্তী স্থানে কোন অগ্নিকান্ড ঘটিলে; বা

(ই) প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তির সময় বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে।

(৩) পরিবহন যানে স্থাপিত গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির ক্ষেত্রে এই বিধির অন্যান্য উপবিধির বর্নিত সতর্কতা ছাড়াও নিম্নবর্নিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) যে স্থানে যানটিতে গ্যাস ভর্তি করা হয় সে স্থানটি সম্পূর্নরুপে সমতল হইবে;

(খ) গ্যাস ভর্তির সময় যানটি যাহাতে স্থির থাকে তজ্জন্য উহার ব্রেক সচল থাকিবে এবং ইঞ্জিন বন্ধ থাকিবে;

(গ) গ্যাস ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম সরঞ্জাম উক্ত যানে স্থাপিত, অবস্থিত বা সংযুক্ত থাকিলে তাহা বন্ধ রাখিতে হইবে;

(ঘ) প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তির পূর্বে, যানটিকে ভূমির সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩০। গ্যাস ভর্তি বা খালাসের স্থানে আলোর ব্যবস্থা।- গ্যাস ভর্তি বা খালাসের স্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হইলে, প্রজ্বলনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে বিধি ৩১ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩১। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।- (১) প্রজ্বলনীয় গ্যাস মজুদের জন্য বিধি ২২ এ নির্ধারিত নিরাপদ দুরত্বের মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক তার স্থাপিত হইলে নিম্নবর্নিত বিধানাবলী অনুসরন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) উক্ত তার বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকিবে;

(খ) উক্তরুপ আবৃত তার গ্যাস নিরোধী ধাতব পাইপের ভিতরে আবৃত অবস্থায় থাকিবে;

(গ) ধাতব পাইপটি এমন হইবে যেন উহা কোন কারনে বিদ্যুতায়িত হইলে, এইরুপ বিদ্যুৎ পাইপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হইতে পারে; এবং

(ঘ) ধাতব পাইপটিকে উক্ত নিরাপদ দুরত্বের বাহিরে ভূমির সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) কোন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রজ্বলনীয় গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত আধারের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে না এবং উক্ত গ্যাসপূর্ন আধারবাহী যান উক্ত লাইনের নীচে পার্কিং করা যাইবে না।

(৩) প্রজ্বলনীয় গ্যাস পাম্পিং কক্ষে–

(ক) স্থাপিত সকল বৈদ্যুতিক মোটর, বিতরন বোর্ড, সুইচ, ফিউজ, প্লাগ ও সকেটের গঠন অগ্নিনিরোধী (flame proof) হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫৩৪৫ এর শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, এবং ঐ সকল সরঞ্জাম ভূমির সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত থাকিবে।

(খ) স্থাপিত বৈদ্যুতিক বাতি, যাহা সহজে স্থানান্তরযোগ্য নহে, অগ্নি নিরোধী দুই স্তর বিশিষ্ট কাচের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে।

(৪) প্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ন আধার মজুদের স্থানে ব্যবহার্য বহনযোগ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ন সকল বৈদ্যুতিক বাতি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের হইবে।

৩২। ভূ-সংযোগ পরিদর্শন ও পরীক্ষন।- (১) বিধি ২৫ এ বর্নিত ভূ-সংযোগ লাইসেন্সধারী প্রতি ১২ মাসে অন্ততঃ একবার কোন উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাইয়া দেখিবেন যে, উক্ত ভূ-সংযোগ এই অধ্যায়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন ও সন্তোষজনক অবস্থায় আছে কিনা; এবং উক্ত ভূ-সংযোগ সন্তোষজনক না হইলে উহাকে সন্তোষজনক অবস্থায় আনিবার জন্য লাইসেন্সধারী উপযুক্ত প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ- এই বিধির উদ্দেশ্যে পুরনকল্পে, কোন ভূ-সংযোগকরন ব্যবস্থার ব্যবহৃত তার বা অন্যবিধ পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতা ৫ ওহমের কম না হইলে উহার অবস্থা সন্তোষজনক নয় বলিয়া গন্য হইবে।

(২) উপযুক্ত প্রকৌশলীর পরিদর্শন ও পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদন উক্ত পরীক্ষন তারিখের পরবর্তী ১৮ মাস পর্যন্ত লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং বিধি ৪৬ এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তাকে তাহার চাহিদা মোতাবেক দেখাইতে হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পুরনকল্পে উপযুক্ত প্রকৌশলী তাহার পরিদর্শন ও পরীক্ষনের ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদনের একটি কপি সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং অপর একটি অনুলিপি লাইসেন্সধারীকে অবিলম্বে সরবরাহ করিবেন।

৩৩। **নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রত্যায়নপত্র**।- লাইসেন্সধারী গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ শুরুর পূর্বে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন যে, গ্যাসাধার তৎসংযুক্ত সরঞ্জামাদি, গ্যাসাধারের ভিত্তি এবং বেষ্টনী এই বিধিমালা অনুযায়ী স্থাপিত হইয়াছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হইয়াছে।

৩৪। **লাইসেন্সের শর্তাবলী প্রদর্শন**।- লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে লাইসেন্সের শর্তাবলী এমনভাবে টাংগাইয়া রাখিতে হইবে যেন উহা সহজ পাঠ্য এবং সহজ দৃশ্য হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লাইসেন্স

৩৫। **লাইসেন্সের দরখাস্ত ইত্যাদি**।-(১) লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রধান পরিদর্শকের নিকট নিম্নবর্নিত ফরমে দরখাস্ত করিবেন,যথাঃ-

(ক) গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহনের জন্য তফসিল ২ এ বর্নিত "ক" ফরমে; এবং

(খ) গ্যাস মজুদের জন্য উক্ত তফসিলে বর্নিত "খ" ফরমে।

(২) প্রতিটি দরখাস্তের সহিত তফসিল ৩ এ নির্ধারিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিয়া উক্ত চালানের মুল কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি উপবিধি(১) এ উল্লিখিত দরখাস্তের সহিত নিম্নবর্নিত তথ্যাদি সম্বলিত নকশার চারটি অনুলিপি দাখিল করিবেন; যথাঃ-

(ক) গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহনের লাইসেন্সের জন্য উক্ত আধার এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহন যানের রৈখিক চিত্র (স্কেচ) এবং উভয়ের বিস্তারিত বিবরন;

(খ) গ্যাস মজুদের প্রস্তাবিত প্রাঙ্গনের পরিসীমার বাহিরে অন্যূন ১০০ মিটার জায়গার পারিপার্শ্বিক চিত্রসহ উক্ত প্রাঙ্গনের এবং উহাতে গ্যাসাধারের

অবস্থানের রৈখিক চিত্র এবং উক্ত প্রাঙ্গন ও গ্যাসাধারের অবস্থান ও নির্মান পরিকল্পনা;

(গ) উক্ত প্রাঙ্গন ও উহাতে অবস্থিত সুবিধাদির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী পালনের পরিকল্পনার রৈখিক চিত্র।

(৪) প্রধান পরিদর্শক, উপ-বিধি (৩) এর অধীন দাখিলকৃত নকশা নিরীক্ষা এবং গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিয়া, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ বা পরিবহন যানে নিরাপদে গ্যাস পরিবহন করা যাইবে, তাহা হইলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে দাখিলকৃত নকশা অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি দরখাস্তকারীকে ফেরত দিবেন।

(৫) দরখাস্তকারী, উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যানের নির্মাণ সম্পন্ন করিয়া নিম্নোক্ত ছক অনুসারে নির্মাণ সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকারপত্র প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন, যথা ঃ-

<u>নির্মাণ সম্পন্নকরণ প্রতিবেদন ও অঙ্গিকারপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে,

(ক) ..... নির্মিত গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ/পরিবহন যান প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা নম্বর .... তারিখ.....অনুসারে নিমার্ণ করা হইয়াছে; এবং

(খ) গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর সকল বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর -

(ক) বিধি ৪৬ প্রাধিকৃত যে কোন কর্মকর্তা চাহিবামাত্র মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি দেখাইতে আমি বাধ্য থাকিব;

(খ) বিধি ১০ এর অধীন যাবতীয় কাজ উক্ত বিধিমালা ও লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণাসম্পন্ন একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হইবে; এবং

(গ) বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, এবং সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ তাহাদের দপ্তরের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণে / পরিবহন যানে সংরক্ষণ করা হইবে।

তারিখঃ..... দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক স্বয়ং সংশ্লিষ্ট গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিবেন বা অপর কোন বিস্ফোরক পরিদর্শককে সংশ্লিষ্ট গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিয়া উক্ত পরিদর্শন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ৭ দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন হইবার পর, বা অন্য কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন হইবার ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিম্নবর্ণিত ফরমে লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন, যথা ঃ-

(ক) গ্যাসপূর্ণ আধার পরিবহনের জন্য তফসিল ২ এর "গ" ফরমে; এবং

(খ) গ্যাস মজুদের জন্য তফসিল ২ এর "ঘ" ফরমেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক উক্ত লাইসেন্স মঞ্জুর না করিলে, কারণ কারণ উল্লেখপূর্বক, তাঁহার সিদ্ধান্ত উক্ত সময়ের মধ্যে, দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।

৩৬। লাইসেন্সের মেয়াদ।- যে পঞ্জিকা বৎসরে লাইসেন্স প্রদান করা হয় সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে।

৩৭। লাইসেন্স সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষন।- বিধি ৩৫ এর অধীনে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স ও অনুমোদিত নকশার একটি করিয়া অনুলিপি প্রধান পরিদর্শক সংরক্ষন করিবেন এবং একটি রেজিষ্ট্রারে সংক্ষেপে উহারে বিবরন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

৩৮। লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ শর্ত পরিবর্তন ইত্যাদি।- প্রধান পরিদর্শক, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং বিধিমালার বিধানের সহিত সংগতি রাখিয়া, কোন লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তন বা বর্জন বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

৩৯। লাইসেন্স সংশোধনঃ- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্সধারীর আবেদনক্রমে প্রধান পরিদর্শক লাইসেন্স সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্স সংশোধনের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারী, নিম্নবর্নিত কাগজাদিসহ দরখাস্ত করিবেন, যথাঃ-

(ক) ৫০০ টাকা ফি জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালানের মুল কপি;

(খ) যে লাইসেন্স সংশোধন করা হইবে উহার মুল কপি এবং সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশা;

(গ) লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে কোন মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন প্রদর্শন করিয়া বিধি ৩৫(৩) অনুসারে অংকিত চার কপি নকশা।

(৩) প্রধান পরিদর্শক লাইসেন্স সংশোধনের দরখাস্ত, উহা প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন এবং প্রস্তাবিত সংশোধন প্রত্যাখ্যান করিলে উহার কারন সম্পর্কে উক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৪০। লাইসেন্স নবায়ন।- (১) কোন লাইসেন্সধারী অ্যাক্ট বা বিধিমালা কোন শর্ত লঙ্ঘন না করিলে প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উক্ত লাইসেন্সধারীর লাইসেন্স অন্যূন ১ (এক) পঞ্জিকা বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) পঞ্জিকা বৎসরের জন্য নবায়ন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ যে পঞ্জিকা বৎসরে শেষ হয় সেই বৎসরের ২রা ডিসেম্বর বা তৎপূর্বে নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ দরখাস্ত করিবেন, যথাঃ-

(ক) উক্ত লাইসেন্সের মুল কপি এবং সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশা;

(খ) উপবিধি(৩) অনুসারে নবায়ন ফি প্রদানের ট্রেজারী চালানের মুল কপি।

(৩) প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়নের ফিস হইবে উক্ত লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিসের সমপরিমান অর্থ।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত উপবিধি(২) এ উল্লিখিত সময়ের পরে দাখিল করা হইলে দ্বিগুন নবায়ন ফিস প্রদেয় হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একটানা একাধিক বৎসরের জন্য নবায়নের আবেদন করা হইলে শুধুমাত্র নবায়নের প্রথম বৎসরের জন্য দ্বিগুন ফিস প্রদেয় হইবে।

(৫) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবায়নের দরখাস্ত লাইসেন্স নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উহা নবায়ন করিবেন না।

(৬) লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত করা হইলে লাইসেন্স নবায়িত না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গন্য হইবে।

(৭) লাইসেন্স নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নবায়নের আবেদন সম্পর্কে, উহা প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন এবং নবায়ন প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ও উহার কারন সম্পর্কে উক্ত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৪১। লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি।- (১) কোন লাইসেন্সধারী এ্যাক্ট বা এই বিধিমালার কোন বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ করিলে প্রধান পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বাতিল করার পূর্বে তৎসম্পর্কে কারন দর্শানোর জন্য লাইসেন্সধারীকে অন্ততঃ ১০ দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে প্রস্তাবিত বাতিলের কারনও উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এ্যাক্ট বা এই বিধিমালার বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ হওয়ার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি উক্ত উপ-বিধির অধীন কারন দর্শানোর নোটিশ জারীর পূর্বে বা বিষয়টি নিষ্পন্নাধীন থাকাকালে উক্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিলের আদেশ দিতে পারিবেন, তবে এইরূপ আদেশ ছয় মাসের অধিক বহাল থাকিবে না।

(৩) উপ-বিধি(১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী কোন বক্তব্য পেশ করিলে, উহা বিবেচনান্তে, প্রধান পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে বা

সাময়িক বাতিলের আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করিতে বা উক্ত লঙ্ঘন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) গ্যাস মজুদের কোন লাইসেন্স উপবিধি(৩) এর অধীনে বাতিল করা হইলে এবং বাতিলকরনের সময় উক্ত লাইসেন্সের অধীন গ্যাস মজুদ থাকিলে, উক্ত গ্যাস সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রধান পরিদর্শক বাতিলকরন আদেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৪২। আপীল।- (১) লাইসেন্স মঞ্জুর সংশোধন বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ অথবা লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের আদেশ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট এবং লাইসেন্স নবায়নের প্রত্যাখ্যানের আদেশ কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহার বিরুদ্ধে প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) বিরোধীয় আদেশ প্রদানের তারিখের ছয় সপ্তাহের মধ্যে উহার একটি অনুলিপিসহ আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

৪৩। লাইসেন্স হারানো ইত্যাদি।- কোন লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা উহা কোনভাবে বিনষ্ট বা ব্যবহার অনুপযোগী হইলে, লাইসেন্সধারী অনুমোদিত নকশার একটি কপি এবং ১০০ (একশত) টাকা ফিসহ দরখাস্ত করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৪৪। লাইসেন্স উপস্থাপন ইত্যাদি।- (১) বিধি ৪৬ এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা কোন লাইসেন্স তলব করিলে, লাইসেন্সধারী বা উক্ত লাইসেন্স এর বলে পরিচালিত কর্মকান্ডের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত লাইসেন্স বা উপবিধি(২) এর অধীন উহার একটি প্রমানিক অনুলিপি উপস্থাপন করিবেন।

(২) লাইসেন্সধারীর আবেদনক্রমে প্রধান পরিদর্শক লাইসেন্সের প্রমানিক অনুলিপি প্রদান করিতে পারেন, যদি–

(ক) প্রতিটি অনুলিপির জন্য মুল লাইসেন্স ফি এর ২০% এর সমপরিমান ফিস প্রদান করা হয়;এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশার অনুলিপি দাখিল করা হয়।

৪৫। ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি।-এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় সকল ফি ১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১ খাতে ট্রেজারী চালান মারফত জমা দিয়া চালানের মুল কপি (১ম কপি) দাখিল করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষমতা

৪৬। অ্যাক্টের ৭(১) ধারার অধীন পরিদর্শন,আটক ইত্যাদি ক্ষমতা প্রযোগকারী কর্মকর্তা।- (১) উপবিধি(২) এর বিধানসাপেক্ষে, নিম্নবর্নিত ছকের দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত যে কোন কর্মকর্তা উক্ত ছকের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত এলাকার মধ্যে অ্যাক্টের ধারা ৭(১) এ উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ঃ-

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	এলাকা
(১)	প্রধান পরিদর্শক,বিস্ফোরক পরিদর্শক, সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।	সমগ্র বাংলাদেশ
(২)	সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট	স্ব-স্ব জেলা
(৩)	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ সকল ম্যাজিষ্ট্রেট	স্ব- স্ব অধিক্ষেত্র
(৪)	পুলিশ কমিশনার ও তাঁহার অধীন এমন সকল পুলিশ কর্মকর্তা যাহাদের পদমর্যাদা ইন্সপেক্টররের নীচে নহে।	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা।
(৫)	মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায়, সকল পুলিশ কর্মকর্তা যাহাদের পদমর্যাদা ইন্সপেক্টরের নীচে নহে।	স্ব-স্ব এলাকা

(২) প্রধান পরিদর্শক বিস্ফোরক পরিদর্শক বা সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শকের উপদেশ অনুসরন ব্যতিরেকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তা কোন গ্যাসাধার হইতে গ্যাস অপসারন বা অন্যবিধভাবে ইহাকে নিষ্ক্রিয় করিতে পারিবেন না।

অষ্টম অধ্যায়
দূর্ঘটনা ও তদন্ত

৪৭। দূর্ঘটনার নোটিশ।- কোন গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে অ্যাক্টের ৮(১) ধারায় উল্লেখিত ধরনের কোন বিস্ফোরক বা অগ্নিকান্ড বলিয়া উল্লেখিত, ঘটিলে গ্যাসাধারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উহার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় নিকটতম থানা এবং প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরন করিবেন, এবং উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে বিষয়টি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবহিত করিবেন।

৪৮। দূর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ অপসারন বিধি নিষেধ।- প্রধান পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধি দূর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা পর্যন্ত, অথবা আর কোন পরিদর্শন বা

পরীক্ষাকার্য চালাইবার প্রয়োজন নাই এই মর্মে প্রধান পরিদর্শকের নিকট হইতে কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দূর্ঘটনা স্থলের ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে, তবে উক্ত দূর্ঘটনার ফলে আহত ব্যক্তির উদ্ধারকার্য অথবা দূর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির, অপসারন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা যাইবে।

৪৯। দূর্ঘটনার তদন্ত।- (১) অ্যাক্টের ধারা ৯(১) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার বা তাহার অধীনস্থ কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন তদন্তকার্য কপিচালনা শুরু করার পূর্বে ঘটনাস্থলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিকে উক্তরুপ তদন্ত সম্পর্কে অন্যূন ৩ দিনের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া তদন্ত শুরু করিতে পারিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তদন্ত করিবেন, তবে উপবিধি(১) এর অধীন নোটিশ পাওয়ার পরও প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অত্যাবশ্যক মনে করিলে তদন্ত কার্য চালাইতে পারিবেন।

(৩) তদন্তের সময় প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি দূর্ঘটার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বা ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা জিনিসপত্রের অধিকারী উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন অনুষ্ঠেয় তদন্তকার্য দূর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ দূর্ঘটনার কারন এবং পরিস্থিতি বর্ননা করিয়া তদন্ত সমাপনের ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট এবং উহার একটি অনুলিপি প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরন করিবেন।

নবম অধ্যায়
দন্ড

৫০। দন্ড।- (১) কোন ব্যক্তিঃ-

(ক) বিধি ১৫ ও ১৯ ব্যতীত অন্য কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি অন্যূন তিন মাস কিন্তু অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক তিন মান কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) বিধি ১৫ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে বিনা লাইসেন্স গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহন করিলে, তিনি অন্যূন ১ বৎসর কিন্তু অনধিক ৫ বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫০,০০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক ১ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(গ) বিধি ১৯(ক) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে বিনা লাইসেন্সে কোন গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি করিলে, তিনি অনধিক ৫০,০০০ টাকা অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(ঘ) বিধি ১৯(খ) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে গ্যাস মজুদ করিলে তিনি অন্যূন ছয়মাস কিন্তু অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ২০,০০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত অর্থদন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত ছয়মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা– এই উপবিধির উদ্দেশ্য পুরনকল্পে, গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি অ্যাক্টের ধারা ৫(৩) এর শর্তাংশে উল্লেখিত বিস্ফোরক তৈরী (Manuafcturing and Explosives) বলিয়া গন্য হইবে।

(২) গ্যাসপূর্ন আধার হইতে অ্যাক্টের ৮(১) ধারায় উল্লিখিত ধরনের কোন দূর্ঘটনা ঘটিলে দূর্ঘটাস্থলের বা গ্যাসপূর্ন আধারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বিধি ৪৭ অনুসারে নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে তিনি অ্যাক্টের ধারা ৮(২) অনুসারে দন্ডনীয় হইবেন।

৫১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- বিধি ৫০ এ উল্লিখিত কোন বিধান বা শর্ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত বিধান বা শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে, যদি না তিনি প্রমান করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা– এই ধারায়–

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বানিজ্য সংস্থা, বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

দশম অধ্যায়
বিবিধ

৫২। সাধারন অব্যাহতি।- যদি প্রধান পরিদর্শক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিধি ৫,৬,১২,২০ এবং ২৩ এর কোন বিধান নিরাপদে শিথিল করা যায়, তবে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে উল্লিখিত শর্ত, যদি থাকে, সাপেক্ষে উক্ত বিধানের প্রয়োগ শিথিল করিতে পারিবেন।

৫৩। বিধিমালার অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে মানসূচক বিনির্দেশ প্রয়োগ।- গ্যাসাধার নির্মান, গ্যাসাধারে গ্যাসভর্তি, গ্যাসাধারের পরীক্ষা পদ্ধতি, রক্ষনাবেক্ষন এবং মেরামতের বিষয়ে এই বিধিমালার কোন বিধান অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, উক্ত বিষয়ে প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে, মানসূচক বিনির্দেশ এবং ব্রিটিশ Health and Safety Executive এর সংশ্লিষ্ট Guidance Note এর নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৪। গ্যাসাধার ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- কোন গ্যাসাধার, গ্যাসাধারবাহী পরিবহন যান বা গ্যাস মজুদের প্রাঙ্গনের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করিলে প্রধান পরিদর্শক বা কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক, উক্ত গ্যাসাধার, যান বা প্রাঙ্গন মেরামত করা বা অন্য কোন ব্যবস্থা, নির্দেশে উল্লিখিত সময় যাহা ১৫ দিনের কম হইবে না, এর মধ্যে গ্রহনের জন্য লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাসাধার, যান বা প্রাঙ্গনের মালিক বা লাইসেন্সধারী উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৫৫। সনাক্তকরণ ও সতর্কীকরণ লেবেল, ইত্যাদি।- (১) গ্যাসাধারে বা পরিবহণের প্রত্যেকটি আধারে বা স্থাপনায় রক্ষিত আধারে গ্যাসের ঝুঁকি সনাক্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত আকারের বর্গাকৃতি লেবেল লাগাইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) অনধিক ২০,০০০ লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে - ১৬৯ বর্গ সেমি (১৩ সেমি × ১৩ সেমি);

(খ) ২০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ লিটার পর্যন্ত ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে - ২৮৯ বর্গ সেমি (১৭ সেমি×১৭ সেমি);

(গ) ১,০০,০০০ লিটারের বেশী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে - ৪০০ বর্গ সেমি (২০ সেমি×২০ সেমি)।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বর্গাকৃতির লেবেলের শীর্ষবিন্দু ভূমির সহিত উলম্বভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত লেবেল নিম্নরূপ রং, প্রতীক ও শব্দসমূহ সম্বলিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) অপ্রজ্বলনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ষের নিকট সবুজ রং-এর পটভূমিতে সাদা বা কালো রং বিশিষ্ট সিলিন্ডারের একটি আনুভূমিক প্রতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে "অপ্রজ্বলনীয় গ্যাস" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(খ) প্রজ্বলনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ষের নিকট লাল রং এর পটভূমিতে সাদা বা কালো রং এর একটি অগ্নিশিখার প্রতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে "প্রজ্বলনীয় গ্যাস" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে; এবং

(গ) বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ষের নিকট সাদা রং এর পটভূমিতে কালো রং এর আড়াআড়ি দুইটি হাড়ের উপর মাথায় খুলির প্রতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে "বিষাক্ত গ্যাস" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত লেবেল ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকের ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণের মধ্যে সহজে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে প্রদর্শিত করিতে হইবে।

(৫) প্রজ্বলনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে মজুদ স্থাপনা ও পরিবহণ যানে "ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" বিষয়ক সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত লেবেল লাগাইতে হইবে, যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্যূন ২৫ বর্গ সেন্টিমিটার।

তফসিল ১

[গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

গ্যাসাধার নির্মানের অনুমতি লাভের দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর পূর্ন নাম ও ঠিকানা ঃ
২। দরখাস্তকারী কোন স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন/কোড
কোড অনুসারে গ্যাসাধার নির্মানে ইচ্ছুক উহার বিবরন ঃ
৩। পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরন (যদি থাকে) ঃ
(ক) নির্মিত সামগ্রীর বিবরন (সংখ্যা,নির্মান তারিখ,
স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি)। ঃ
(খ) নির্মিত সামগ্রী কাহাকে সরবরাহ করা হইয়াছিল ঃ
৪। নিয়োজিত/নিয়োগযোগ্য কর্মচারীদের সংখ্যা,
অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিবরন। ঃ
৫। নিজস্ব পরিদর্শনকারী কর্মচারীদের সংখ্যা ও যোগ্যতা ঃ
৬। বিস্তারিত নির্মান প্রক্রিয়া ঃ
৭। নির্মিত সামগ্রীর মান পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা ঃ
৮। রাসায়নিক ও যান্ত্রিক পরীক্ষনের জন্য স্থাপিত/
স্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতির বিশদ বিবরন। ঃ
৯। রেডিওগ্রাফিক/আল্ট্রাসনিক/অনুরুপ পরীক্ষন
সরঞ্জামাদির বিবরন।
১০। নির্বাচিত নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর পূর্ন নাম ও ঠিকানা ঃ
১১। অতিরিক্ত তথ্য, যদি থাকে ঃ

বিঃ দ্রঃ– উপরোক্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

তারিখ ঃ- দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

তফসিল-২
ফরমসমুহ
[বিধি-২ (দ), ১৬(২), ৩৫(১) এবং ৩৫(৫) দ্রষ্টব্য]

ক ফরম
[গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এর বিধি ১৬(২) এবং ৫৩(১) (ক) দ্রষ্টব্য]

গ্যাসপূর্ণ আধার পরিবহনের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ঃ
২। যে যানে গ্যাস পরিবহন করা হইবে উহার বিররনঃ- ঃ
(ক) প্রস্তুকারীর নাম ও মডেল ঃ
(খ) ইঞ্জিন নম্বর ঃ
(গ) চেসিস নম্বর ঃ
(ঘ) নিবন্ধন নম্বর ঃ
(ঙ) জল যানের নাম ঃ
৩। যে গ্যাস পরিবহন করা হইবে উহার চলতি নাম, প্রকৃতি(প্রজ্বলনীয়, ক্ষয়কারী, বিষাক্ত, উৎপাত সৃষ্টিকারী ইত্যাদি) ও রাসায়নিক নাম ঃ
৪। যানে স্থাপিত গ্যসাধারের জল ধারনক্ষমতা(লিটারে) এবং পরিবহনযোগ্য গ্যাসের নীট ওজন (কিঃগ্রাঃ) ঃ
৫। উক্ত যান গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পুরন করে কি না ঃ
৬। যানটি সাধারনতঃ যে স্থানে রাখা হইবে উহার অবস্থান ও বিবরন ঃ
৭। যানের চালক ও তত্তাবধায়ক গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কি না এবং তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ
৮। বিধি ৩৫(২) এবং ৩৫(৩) (ক) অনুসারে কাগজপত্র দাখিল করা হইল কি না ঃ
৯। অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ

আমি /আমরা এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরের তথ্যাবলী যাচাই করা হইয়াছে এবং উহা সত্য। আমি/ আমরা অংগীকার করিতেছি যে, Explosives Act,1884 ও তদধীন প্রনীত গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এবং মঞ্জুরীতব্য লাইসেন্সের শর্ত পালন করিয়া উপরোক্ত যানে গ্যাস পরিবহন করিব। আমি/ আমরা অবহিত আছি যে, উক্ত অ্যাক্ট বা বিধিমালার কোন বিধান এবং লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘনকারী সর্বোচ্চ দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে এক বৎসর পর্যন্ত অতিরিক্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয়।

স্থান–
তারিখ– দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

টীকা ঃ দরখাস্তের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্রঃ-
(ক) বিধি ৩৫(২) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের ট্রেজারী চালান।
(খ) বিধি ৩৫(৩) অনুযায়ী ৪ খানা নকশা।

খ ফরম

[গ্যাস বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৫(১) (খ) দ্রষ্টব্য]

গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ
২। গ্যাস যে প্রাঙ্গনে মজুদ করা হইবে উহার অবস্থান–
জেলা ঃ
উপজেলা/থানা ঃ
শহর/গ্রাম ঃ
৩। যে গ্যাস মজুদ করা হইবে উহার নাম, প্রকৃতি (প্রজ্বলনীয়, ক্ষয়কারী, বিষাক্ত, উৎপাত সৃষ্টিকারী ইত্যাদি) ও রাসায়নিক নাম ঃ
৪। গ্যাস মজুদের প্রস্তাবিত পরিমান ঃ
৫। বিধি ৩৩,৩৫(২) এবং ৩৫(৩) (খ) অনুসারে কাগজপত্র দাখিল হইল কিনা ঃ
৬। অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ

আমি /আমরা এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, উপরের তথ্যাবলী যাচাই করা হইয়াছে এবং উহা সত্য। আমি/ আমরা অংগীকার করিতেছি যে, Explosives Act,1884 ও তদধীন প্রনীত গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এবং মঞ্জুরীতব্য লাইসেন্সের শর্ত পালন করিয়া উপরোক্ত যানে গ্যাস পরিবহন করিব। আমি/ আমরা অবহিত আছি যে, উক্ত অ্যাক্ট বা বিধিমালার কোন বিধান এবং লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘনকারী সর্বোচ্চ দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে এক বৎসর পর্যন্ত অতিরিক্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয়।

স্থান–
তারিখ– দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

টীকা ঃ দরখাস্তের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্রঃ-
(ক) বিধি ৩৩ অনুযায়ী নিরাপত্তা সনদ।
(খ) বিধি ৩৫(২) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের ট্রেজারী চালান।
(গ) বিধি ৩৫(৩) অনুযায়ী ৪ খানা নকশা।

গ ফরম
[গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এর বিধি ৩৫(৫) (ক) দ্রষ্টব্য]

পরিবহন যানে গ্যাসপূর্ন আধার পরিবহনের জন্য লাইসেন্স।

লাইসেন্স নং---------- ফি---------- টাকা

এতদ্বারা---------- কে Explosives Act, 1884 এবং তদধীন প্রনীত গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সের নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্নিত পরিবহন যানে গ্যাস পরিবহনের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর, ---------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
অনুমোদিত নকশা নং ----------তারিখ ঃ ----------

পরিবহন যানের বর্ননা

প্রস্তুতকারীর নাম ও মডেল	ঃ	ইঞ্জিন নং ঃ
চেসিস নং	ঃ	রেজিষ্ট্রেশন নং ঃ
জলযানের নাম	ঃ	
রেজিষ্টার্ড মালিকের নাম	ঃ	
যানে যে গ্যাস পরিবহন করা হইবে সেই গ্যাসের রাসায়নিক নাম	ঃ	
যানে স্থাপিত গ্যাসাধারে যে পরিমান গ্যাস পরিবহন অনুমোদিত (লিটার/কেজি)	ঃ	

তারিখ ..... প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

প্রত্যয়নপত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটি ..... তারিখে ..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে, যিনি প্রাঙ্গণটি অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধান মোতাবেক প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

শর্তাবলীঃ

১। লাইসেন্সকৃত যানে সব সময় মুল লাইসেন্স বা উহার প্রামানিক অনুলিপি রাখিতে হইবে এবং গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এর বিধি ৪৬ এ উল্লিখিত যে কোন কর্মকর্তা উহা চাহিবামাত্র তাহাকে দেখাইতে হইবে।

২। লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা আছে এমন একজন চালক দ্বারা লাইসেন্সকৃত যানটি চালনা করিতে হইবে।

৩। লাইসেন্সকৃত যানটি পরিবহন কাজে নিয়োজিত থাকাকালে উহার ছাড়াও অন্ততঃ এমন আর একজন ব্যক্তি সার্বক্ষনিকভাবে যানটির তত্ত্বাবধানে থাকিবেন যিনি লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন।

৪। গ্যাসীয় বা তরল পদার্থ হইতে সৃষ্ট অগ্নি নির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত, উপযুক্ত ধারনক্ষমতাসম্পন্ন এবং সহজে বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র লাইসেন্সকৃত যানে সর্বদা ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

৫। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে লাইসেন্সকৃত যানে গ্যাস ভর্তি বা উহা হইতে গ্যাস খালাস করা যাইবে না, তবে কোন দূর্ঘটনা অথবা গ্যসাধারটিতে কোন দেখা দেওয়ার কারনে গ্যাস খালাস করার প্রয়োজন হইলে গ্যাসাধার হইতে, ৩ নং শর্তে উল্লিখিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে, যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে গ্যাস খালাস করা যাইবে।

৬। গ্যাসাধার বা উহার কোন সরঞ্জামাদি ছিদ্রযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ন হইলে উহাতে গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

৭। গ্যাস খালাসের পূর্বে–

(ক) যানটির ইঞ্জিন বন্ধ করিতে হইবে এবং ইঞ্জিনের সহিত ব্যাটারীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(খ) যানটিকে স্থির রাখিবার জন্য ব্রেক বা চাকায় গোজ ব্যবহার করিতে হইবে;

(গ) প্রজ্বলনীয় গ্যাস পরিবহন যানের ক্ষেত্রে, উহাতে গ্যাস ভর্তি বা উহা হইতে গ্যাস খালাসের জন্য ব্যবহার্য হোসপাইপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্যুৎ পরিবাহী একটি তার চেসিসের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৮। উপরোক্ত বিধিমালার পঞ্চম অধ্যায়ের বিধানাবলী সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গ্যাস ভর্তি বা খালাস করিতে হইবে।

৯। গ্যাস ভর্তি যানটি যুক্তিসংগত কারন ছাড়া কোন রাস্তা, জনাকীর্ন এলাকা বা গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গন ব্যতীত অন্য কোন স্থানে থামানো যাইবে না।

১০। প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তি অবস্থায় বা গ্যাস খালাসের পর গ্যাসাধারটিকে উক্ত গ্যাস বা উহার মিশ্রন বিমুক্ত না করা পর্যন্ত উক্ত যানে ধুমপান করা যাইবে না। তাহা ছাড়া উক্ত যানে আগুন বা কৃত্রিম আলো বা প্রজ্বলনীয় গ্যাসে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোন বস্তুও আনা বা রাখা যাইবে না, তবে প্রয়োজনে ফ্রেমপ্রুফ টর্চলাইট বহন করা যাইবে।

১১। লাইসেন্সকৃত যানটি যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

১২। উপরোক্ত বিধিমালার বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না তাহা নিরুপনের জন্য বিধি ৪৬ এ উল্লিখিত যে কোন কর্মকর্তাকে যে কোন যুক্তিযুক্ত সময়ে লাইসেন্সকৃত যানে প্রবেশ বা উহা পরিদর্শনের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় সকল সহযোগীতা প্রদান করিতে হইবে।

১৩। গ্যাস ভর্তি অবস্থায় যানে সংঘটিত কোন দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরনের ফলে কোন ব্যক্তি নিহত বা আহত হইলে বা কাহারও কোন সম্পদের ক্ষতি হইলে যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত সংবাদ নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিবেন।

১৪। প্রতিটি লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স নম্বর সহজে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

১৫। বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ দপ্তরের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত মজুদাগার, প্রাঙ্গণ, স্থাপনা ও পরিবহণ যানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ঘ ফরম

[গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৩৫(৫) (খ) দ্রষ্টব্য]

গ্যাসাধারের গ্যাস মজুদের জন্য লাইসেন্স

লাইসেন্স নং---------- ফি---------- টাকা

এতদ্বারা----------কে, Explosives Act, 1884 এবং তদধীন প্রনীত গ্যাসাধার বিধিমালা,১৯৯৫ এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সের নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এতদসংযুক্ত নকসায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্নিত প্রাঙ্গনে ---------- ঘন মিটার (---------- কিলোগ্রাম) গ্যাস মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,----------তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের অবস্থান ও বর্ননা

তারিখ ঃ ---------- প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

প্রত্যয়নপত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটি..... তারিখে.....কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে, যিনি প্রাঙ্গণটি অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধান মোতাবেক প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

শর্তাবলী

১। গ্যাস মজুদ ও বিতরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গন ব্যবহার করা যাইবে না।

২। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত গ্যাসাধারের অবস্থানের কোন পরিবর্তন অথবা গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৮ অনুসরন ব্যতীত কোন গ্যাসাধার মেরামত করা যাইবে না।

৩। গ্যাস ভর্তি বা খালাসের সময় পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত স্থলযান পার্কিং এর জন্য একটি শক্ত জায়গা ব্যবহার করিতে হইবে যাহার মধ্যস্থল হইতে মজুদের জন্য ব্যবহৃত গ্যাসাধারের দুরত্ব হইবে অন্ততঃ ৯ মিটার।

৪। গ্যাস স্থানান্তরের সময় প্রজ্বলনীয় বাষ্পে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোন আলো বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পরিবহন যান বা মজুদের জন্য ব্যবহৃত গ্যাসাধারের ৯(নয়) মিটারের মধ্যে আনা বা রাখা যাইবে না।

৫। নিচ্ছিদ্র সাউন্ড পাইপের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস প্রবিষ্ট করাইতে হইবে।

৬। সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয়ের মধ্যে গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না, তবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এই লাইসেন্সে কোন শর্ত যোগ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলে উক্ত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত সময়ের মধ্যে গ্যাস ভর্তি বা খালাস করা যাইবে।

৭। অনুমোদিত নকশাতে উল্লিখিত স্থান বা পন্থা ব্যতীত অন্য কোনভাবে গ্যাসাধার হইতে কোন গ্যাস অপসারণ করা যাইবে না।

৮। প্রয়োজনীয় পাইপ, ভাল্ব এবং অনুমোদিত বৈদ্যুতিক বাতিসমুহ ব্যতীত লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গন সব সময় পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং উহাতে অন্য কোন জিনিস স্থাপন করা বা রাখা যাইবে না।

৯। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে পর্যাপ্ত এবং উপযোগী অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র সুবিধাজনক স্থানে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে যাহাতে অগ্নিকান্ডের সময় তাৎক্ষনিকভাবে উহা ব্যবহার করা যায়।

১০। প্রাঙ্গনে অবস্থিত সকল ভাল্ব খোলা ও বন্ধকরনের দিক নির্দেশক তীর চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ভাল্বের গায়ে অংকিত থাকিবে।

১১। প্রাঙ্গনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক কোন কিছু মেরামত বা অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ দিলে লাইসেন্সধারীর নির্দেশে উল্লিখিত সময়, যাহা পনের দিনের কম হইবে না, এর মধ্যে উক্ত নির্দেশ পালন করিবেন।

১২। উপরোক্ত বিধিমালার বিধি ৪৬ এ উল্লিখিত যে কোন কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে দিতে হইবে এবং উক্ত বিধিমালার বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইয়াছে বা হইতেছে কি না তাহা নিরুপনের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল প্রকার সহযোগীতা প্রদান করিতে হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে সংঘটিত কোন দূর্ঘটনা অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরনের ফলে কোন ব্যক্তি নিহত বা আহত হইলে অথবা কাহারও কোন সম্পদের ক্ষতি হইলে উক্ত প্রাঙ্গনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় উক্ত সংবাদ অবহিত করিবেন।

১৪। প্রতিটি লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স নম্বর সহজে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

১৫। বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ দপ্তরের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত মজুদাগার, প্রাঙ্গণ, স্থাপনা ও পরিবহণ যানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫ এর বিধি ৩৫(২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স ফি- এর হার

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	গ্যাসাধারের জলধারণ ক্ষমতা	লাইসেন্স ফি (প্রতিটি গ্যাসাধার)
১।	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ	(ক) অনুর্ধ্ব ১০,০০০ লিটার; (খ) ১০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে কিন্তু অনুর্ধ্ব ৪০,০০০ লিটার; (গ) ৪০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে।	(ক) ২,০০০ টাকা; (খ) ৩,০০০ টাকা; (গ) ৪,০০০ টাকা।
২।	পরিবহণ যানে গ্যাস পরিবহণ	(ক) অনুর্ধ্ব ১০,০০০ লিটার; (খ) ১০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে কিন্তু অনুর্ধ্ব ৪০,০০০ লিটার; (গ) ৪০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে।	(ক) ১,০০০ টাকা; (খ) ২,০০০ টাকা; (গ) ৩,০০০ টাকা।